

বিগ বস বাংলার ঘরে এবার জোড়া
ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

ডিম থেরাপি'র শঙ্কা! নিরাপত্তা
চেয়ে হাই কোর্টে মত্যা

২৬ আশ্বিন ১৪৩৩। বুধবার ১৪ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬১০ সংখ্যা ৮পাতা

জার্মানিতে ভয়ংকর
হত্যাকাণ্ড, বাড়িতে আগুন
লাগিয়ে ৩ ভারতীয়কে
পুড়িয়ে মারল রোমান দুষ্কর্তী!ফের জোর করে রুশ সেনায়
নিয়োগের অভিযোগ,
ইউক্রেনে সীমান্তে মৃত্যু
তেলেঙ্গানার যুবকের!ভরসঙ্কেয় ভিড়ে
ঠাসা স্টেশনে
চলল গুলি,
মুন্সইয়ে মৃত ১জ্ঞানেশ কুমার
গ্রেপ্তার হবেনই
তোপ অভিষেকের

নয়া জামানা : ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পুলিশের জেরার মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার সকালে শেক্সপিয়ার সরণি থানার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু থানা থেকে বেরিয়েই এদিন ফের একবার বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানান অভিষেক। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন। অভিষেক বলেন, দতুণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার নিজেই ফ্রিজ হয়ে যাবেন। জ্ঞানেশ কুমার গ্রেপ্তার হবেনই। উনি বিজেপি সরকারের প্রাণভোমরা। তাই তাঁকে বাঁচাতে মোদি-শাহর এত তোড়জোড়। দেশের মানুষ এঁদের একসঙ্গে সকলকে বিদায় করবেন। জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত করতে হবে। তাহলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে। এ এরপরই নবান্নে এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেককে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “বাবার নাম ঠিক থাকলে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে আরও একবার দাঁড়াতে বলুন। এখনও তো সাংসদ আছেন। বাম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যের সমাজমাধ্যমের পোস্ট কাণ্ডে আগেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সে প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “হিন্দুত্ববাদী বলে সমগ্র হিন্দু সমাজকে অপমান করেছেন তিনি। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশজোড়া আন্দোলন প্রসঙ্গে অভিষেকের টিপ্পনী, “জ্ঞানেশ বিজেপির প্রাণভোমরা। ওঁকে না বাঁচালে সীমা খামা, মনোজ আগরওয়াল থেকে সুরত গুপ্ত, সবাই একে একে ডুববেন। কারণ সারা দেশজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা

তৃণমূল বা কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির নয়, মানুষের। পুরসভার ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে এদিন অভিষেক বলেন, তত্ত্বমাত্র অভিযোগ করলেই হবে না। নোটিস না দিয়ে কোনও ডিমোলিশন হয় না, এটা কেএমসির নিজের আইনে রয়েছে। আর পুরসভা আমাকে নোটিস দেয়নি। দ তাঁর প্রশ্ন, তসেদিন সারা ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার অভিযান হয়েছিল, কটা বিলবোর্ড খোলা হয়েছে? দ বিজেপি সরকার ভয় পাচ্ছে দাবি করে অভিষেক বলেন, তখালি তৃণমূল কংগ্রেসের বিলবোর্ড খোলা হবে? তৃণমূল কংগ্রেসের যদি কিছু না থাকে, তাহলে এত ভয় কেন পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে তৃণমূলের সিম্বল ফ্রিজ, পার্টি অফিস ভাঙা, বিলবোর্ড খোলা, দলের নেতাকর্মীদের জেলে ঢোকানোর পরও এঁদের রাতে ঘুম আসছে না কেন? জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন এবং দেশজোড়া আন্দোলন প্রসঙ্গে অভিষেকের টিপ্পনী, জ্ঞানেশ বিজেপির প্রাণভোমরা। ওঁকে না বাঁচালে সীমা খামা, মনোজ আগরওয়াল থেকে সুরত গুপ্ত, সবাই একে একে ডুববেন। কারণ সারা দেশজুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা তৃণমূল বা কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির নয়, মানুষের। এদিকে অভিষেককে নিশানা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে গ্রামের মানুষের সামনে বলুন। কোচবিহার থেকে কলকাতার ফাঁকা রাস্তায় হেঁটে বলুন এসব কথা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তা দেবে। পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিচ্ছিন্ন গ্রামে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য রেখে আসুন।

৫০ কেজি চাল, ৫ হাজার টাকা!
পুজোয় কর্মহীন চা শ্রমিকদের ‘উপহার’
রাজ্যে আরও ৪৫ হাজার নিয়োগ

২০২৩ সালে জানুয়ারি মাস থেকে উত্তরবঙ্গের ২১টি চা-বাগান বন্ধ রয়েছে। সেই চা বাগানগুলির মোট ১৯ হাজার ৫২৪ জন শ্রমিক কর্মহীন। তাঁদের জন্য বুধবার নবান্নে পুজোর উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু রাজ্যের বন্ধ চা বাগানগুলির শ্রমিকদের পুজোর উপহার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যারা এখনও কর্মহীন সেই শ্রমিকদের পরিবার পিছু অতিরিক্ত ৫০ কেজি চাল ও ৫ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা যে ৩৫ কেজি চাল পান, সেটি পাবেন। অতিরিক্ত ৫০ কেজি মিলবে। পুজোর মরশুমে অর্থাৎ দুর্গাপুজো থেকে ছতপুজো পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা। ২০২৩ সালে জানুয়ারি মাস থেকে উত্তরবঙ্গের ২১টি চা-বাগান বন্ধ রয়েছে। সেই চা বাগানগুলির মোট ১৯ হাজার ৫২৪ জন শ্রমিক কর্মহীন। তাঁদের জন্য বুধবার নবান্নে পুজোর উপহার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। জানালেন, যে কর্মীদের বয়স ৬০ বছরের কম। কিন্তু চা বাগানের বন্ধের জন্য কর্মহীন। তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। লেবার বিভাগ এই অর্থ পাঠাবে। পাশাপাশি উৎসবের মরশুমে অতিরিক্ত ৫০ কেজি চাল দেওয়া হবে। তিনি বলেন, আনবিক সরকারের পক্ষ থেকে ছোট পদক্ষেপ। ১৯ হাজার ৫২৪



জনের অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। পরিবার পিছু ৫০ কেজি চাল পাবেন তাঁরা। এঁরা বেতনই পাচ্ছেন না, বোনাসের প্রশ্ন নেই। তাই সরকার এই পদক্ষেপ নিল। এ দিন মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে আরও ৪৫ হাজার নিয়োগের ছাড়পত্র মিলেছে। চতুর্থীর দিনে রাজ্যের কর্মহীন যুবক-যুবতীদের জন্য সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থদপ্তরের অনুমোদন মিলেছে দ্রুত সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ৪৫ হাজার ১৮৫টি শূন্যপদে

নিয়োগ করা হবে। তার মধ্যে টেকনিক্যাল এডুকেশন দপ্তরে ১৮৮৬ অফিসার ও ক্লার্ক নিয়োগ করা হবে। পুলিশে ডেপুটি কমিশনার, এসআই, এসআই, লেডি কনস্টেবল মিলিয়ে ৯৪৬টি পদে নিয়োগ হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামমোয়াল দপ্তরে ৭১১৯টি নিয়োগ হবে। স্কুল এডুকেশন দপ্তরে নিয়োগ হবে ৩৩১৯৯ পদে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ততাজকের ক্যাবিনেটে ৪৫ হাজার ১৮৫টি পদে নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছে অর্থদপ্তর। দ্রুতই নিয়ম মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পুরভোটের আগে রাজ্যে
কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি!

পুরভোটের আগে রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি। এবার হাত ধরলেন মমতা তৃণমূলের দুই প্রাক্তন মেয়র পারিষদ। বুধবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন কলকাতার পুরনো ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরজানা চৌধুরী এবং ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান সখিতা মণ্ডল। বুধবার হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের দফতরে বুধবার ফরজানা ও সখিতার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। উপস্থিত ছিলেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মানস সরকার দেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক, সুমন রায়চৌধুরী-সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব মধ্য কলকাতার রাজনীতিতে বেশ ভালোরকম প্রভাব রয়েছে এই দুই নেত্রীরই। শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ ভালোরকম জনসমর্থন রয়েছে তাঁদের। একটা সময়



ফরজানা সিপিআই নেত্রী ছিলেন। ২০২০ সালের পুরভোটে তিনি বামদের টিকিটেই জয়ী হন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সখিতা মণ্ডল বরো চেয়ারম্যান ছিলেন। এই দুই নেত্রী হাত শিবিরে যোগ দেওয়ায় পুরভোটের আগে কংগ্রেসের শক্তি বেশ খানিকটা বেড়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে। আসলে পালাবদলের পর রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলেছে।

আসলে গত ১৫ বছরে কখনও একা, কখনও বামদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোটের ময়দানে নেমেছে কংগ্রেস। কিন্তু সে অর্থে লাভ হয়নি। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে একা লড়াই করে অস্তুত গোটা রাজ্যে নিজেদের উপস্থিতিটুকু বুঝিয়ে দিতে পেরেছে হাত শিবির। এদিকে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের বেহাল দশা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের দল এখন ভেঙে টুকরো টুকরো। মমতা তৃণমূল, স্বতন্ত্র তৃণমূল, এনসিপিআই ছাড়াও ছোট খোটো অনেক গোষ্ঠী দলের। যার ফলে তৃণমূলের বহু নেতা বিকল্প রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজছেন। সেই আশ্রয় হিসাবে নিজেদের তুলে ধরছে হাত শিবির। বিশেষ করে নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনে তুলনামূলক ভালো ভোট পাওয়ায় হাত শিবিরের গ্রহণযোগ্যতা খানিকটা হলেও বেড়েছে। সম্ভবত সেকারণেই কলকাতা পুর এলাকাতোও ক্রমে শক্তি বাড়ছে হাত শিবির।





১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

অরিজিৎ সিংয়ের সুরে কি গেরুয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইঙ্গিত?

কানাই দাস

সংগীতের কোনও ধর্ম হয় না, জাত হয় না, নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের ও হয় না। গানের ভাষা মানুষের ভাষা, গানের সুর মানুষের মনের গাঁথা সুর। তাই একজন শিল্পী যখন গান করেন, তখন তাঁর কণ্ঠে শুধু সুর থাকে না, থাকে অসংখ্য মানুষের আবেগ, প্রেম, ভালোবাসা ও অনুভূতির স্পর্শ। সেই শিল্পী যখন কোনও মন্তব্য করেন, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে কয়েক ডজন কথা লেখে, তখনও মানুষ তাঁর কথার মধ্যে নিজের মনের ভাব খুঁজতে শুরু করে। বিশেষ করে তার অগণিত ফ্যান, ফলোয়ারসরা সম্প্রতি অরিজিৎ সিং কে ঘিরে তৈরি হওয়া আলোচনা যেন সেই কথাই আবার মনে করিয়ে দিল। ‘রং দে তু মোহে গেরুয়া’-এই গান একসময় বহু মানুষের মন, প্রাণ হৃদয় সবকিছু ছুঁয়ে গেছে। গানের কথায় গেরুয়া রং সকলের প্রেমের অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেখানে রং মানে ছিল ভালোবাসা, আবেগ এবং নিজেকে অন্যের কাছে সমর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা। কিন্তু সেই গেরুয়া রং যখন রাজনীতি, ধর্মীয় পরিচয় কিংবা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তখন তার অর্থ বদলে যেতে পারে। যে রং একসময় প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সেই রংই কখনও কখনও মানুষের মধ্যে বিভাজনের প্রশ্ন তুলে দেয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন অরিজিৎ সিংয়ের নামে প্রচারিত একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। চার লাইনের একটি ছড়ায় গেরুয়া বসনধারীকে সম্বোধন করে ভয়, জয়গান এবং গেরুয়ায় হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পোস্টটি সামনে আসার পর থেকেই নেটমাধ্যমে নানা ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে। কেউ এর মধ্যে রাজনৈতিক ইঙ্গিত খুঁজছেন, কেউ আবার মনে করছেন, শিল্পীর বক্তব্যকে তাড়াহুড়ো করে রাজনৈতিক রং দেওয়া ঠিক নয়। যদিও তা সবাই বলে। তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। পোস্টটির গ গুঢ় রহস্যের প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে একে অরিজিৎয়ের চূড়ান্ত রাজনৈতিক অবস্থান বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। শিল্পী নিজেও এর অর্থ ব্যাখ্যা না করে থাকলে তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পী, রাজনীতি এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের আবেগের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলা যেতেই পারে।

অরিজিৎ সিং শুধু একজন গায়ক নন, তিনি বহু মানুষের আবেগের নাম। তাঁর গান শুনে কেউ প্রেমে পড়েন, কেউ পুরোনো ভালোবাসার স্মৃতিতে ফিরে নতুন করে জাবর কাটেন, কেউ বিচ্ছেদের কষ্ট ভুলতে চান। আবার কেউ নিঃসঙ্গ রাতে তাঁর গানের মধ্যে নিজের জীবনের গল্প খুঁজে পান। তাঁর কণ্ঠের কাছে ধর্মের পরিচয়, জাতির পরিচয় কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় অনেক সময় গোঁপ হয়ে যায়। একজন হিন্দু, একজন মুসলমান, শিখ কিংবা একজন খ্রিস্টান-ভিন্ন পরিচয়ের মানুষ একই গানে নিজেদের আনন্দ, দুঃখ ও ভালোবাসা, বেদনা, হতাশা সবকিছুই খুঁজে পান।



এখানেই একজন শিল্পীর প্রকৃত শক্তি। তিনি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছতে পারেন। তাঁর গান শুনতে কাউকে নিজের ধর্ম বদলাতে হয় না, কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক হতে হয় না। তাঁর সুর উপভোগ করার জন্য কোনও বিশেষ মতাদর্শের সার্টিফিকেটও লাগে না। মানুষ তাঁকে ভালোবাসে তাঁর শিল্পের জন্য, তাঁর কণ্ঠের জন্য, তাঁর গানের মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়ার জন্য। ফিরে পাই বেঁচে থাকার মানে।

কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা প্রিয় শিল্পীকে নিজের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই। শিল্পী কোনও কথা বললে আমরা ভাবি, তিনি নিশ্চয়ই আমার পক্ষের মানুষ। আবার তাঁর কোনও মন্তব্য নিজের মতের সঙ্গে না মিললে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে চাই। অর্থাৎ, আমরা শিল্পীকে ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় তাঁকে নিজের পছন্দের সীমার মধ্যে আটকে রাখতে

চাই। তাঁর স্বাধীন চিন্তা বা ব্যক্তিগত মত প্রকাশের অধিকারকে তখন সহজে মেনে নিতে পারি না। অরিজিৎকে ঘিরে সাম্প্রতিক আলোচনাতেও সেই প্রশ্ন সামনে আসে। একজন শিল্পী কি রাজনীতির উর্ধ্বে থাকতে পারেন? অবশ্যই পারেন। আবার তিনি চাইলে কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের মতও প্রকাশ করতে পারেন। শিল্পী বলেই যে তাঁকে সব সময় নীরব থাকতে হবে, এমন কোনও কথা ইতিহাসের পাতায় নেই, কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত টেনে নেওয়াও যুক্তিসংগত বলেও মনে হয় না। দিনকালের পরিস্থিতিতে আবার হয়ও। যেমন আমাদের কোয়েল দিদি, কোয়েল থেকে কোকিল। আমাদের দেশে রাজনীতি এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভাতের হাড়ি, চাবার হাল আর পাগলের থাল পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। কে কী বলছেন, কী পরছেন, কোন

গান গাইছেন, কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, কি খাবেন; সবকিছুর মধ্যেই অনেকে রাজনৈতিক অর্থ খুঁজতে চান। কিছু কিছু জায়গায় তার মিলও পাওয়া যায় গেরুয়া, সবুজ, লাল কিংবা নীল--প্রতিটি রং কে কোনও না কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অথচ রং মানুষের জীবনে সৌন্দর্য আনে, প্রকৃতিকে সাজায়, মানুষের অনুভূতিকেও প্রকাশ করে। কোনও রং কে এককভাবে কোনও দল বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ভাবা যায় না। গেরুয়া রং ও তার ব্যতিক্রম নয়। কারও কাছে এটি ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক, কারও কাছে ত্যাগের, আবার কারও কাছে রাজনৈতিক পরিচয়ের চিহ্ন, রুজি, রুটির সন্ধান। কিন্তু কোনও মানুষ গেরুয়া পোশাক পরলেই তাঁর সমস্ত চিন্তা এক রকম হয়ে যায় না। একইভাবে কোনও শিল্পীর গানে গেরুয়া শব্দ থাকলেই সেটিকে রাজনৈতিক বক্তব্য বলে

ধরে নেওয়া যায় না। শব্দের অর্থ নির্ভর করে তার ব্যবহার, প্রেক্ষাপট এবং বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে। আমরা অরিজিৎকে ভালোবাসি। তাঁর গান আমাদের জীবনের অনেক মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই ভালোবাসা থেকেই তাঁর প্রতিটি কথা জানতে ইচ্ছা করে, তাঁর প্রতিটি পোস্ট নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়। কিন্তু ভালোবাসার সঙ্গে অন্ধ সমর্থনের পার্থক্য আছে। কাউকে ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে তাঁর প্রতিটি কথার সঙ্গে একমত হতেই হবে। আবার কোনও কথার সঙ্গে মতের অমিল হলেই তাঁর শিল্পকে অস্বীকার করতে হবে, এমনও নয়। সবচেয়ে বড় কথা, একজন শিল্পীকে ভালোবাসার অধিকার মানুষের আছে, কিন্তু সেই শিল্পীকে নিজের রাজনৈতিক শিবিরে টেনে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। তিনি নিজের মতো করে ভাববেন, নিজের মতো করে কথা বলবেন। তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা হতে পারে, ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তাঁর হয়ে রাজনৈতিক পরিচয় নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত নয়।

‘রং দে তু মোহে গেরুয়া’ গানের জনপ্রিয়তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, একটি রং কীভাবে প্রেমের ভাষা হয়ে উঠতে পারে। আর অরিজিৎকে ঘিরে বর্তমান বিতর্ক মনে করিয়ে দেয়, সেই একই রং কীভাবে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রশ্নটা তাই শুধু অরিজিৎয়ের নয়, আমাদেরও, আমাদের সকলের। আমরা কি একজন শিল্পীকে তাঁর শিল্পের জন্য ভালোবাসতে পারি, তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের সঙ্গে একমত না হয়েও কি তাঁর গান শুনতে পারি? জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে গিয়ে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতে পারি? আমরা যদি সত্যিই অরিজিৎকে ভালোবাসি, তাহলে তাঁকে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার আগে একটু থামা দরকার। কারণ, ভালোবাসা মানে কাউকে নিজের মতো করে গড়ে নেওয়া নয়, ভালোবাসা মানে অন্যের স্বতন্ত্রতাকেও সম্মান করা। শেষ পর্যন্ত শিল্পীর কণ্ঠ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছয়, কোনও দলের কার্যালয়ে নয়। তাঁর গান যদি একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে একই আবেগে ভাসাতে পারে, যদি ভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষ একই সুরে নিজেদের দুঃখ ভুলতে পারেন, তাহলে সেই শিল্পীর মূল্য যে কোনও রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে অনেক বড়। তাই অরিজিৎকে নিয়ে প্রশ্ন থাকুক, আলোচনা থাকুক, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসার অধিকার যেন রাজনৈতিক আনুগত্যের পরীক্ষায় পরিণত না হয়। গেরুয়া হোক, সবুজ হোক কিংবা অন্য কোনও রং-মানুষের ভালোবাসা যেন কোনও রঙের কাছে বন্দি হয়ে না থাকে।

কারণ, শিল্পীর কণ্ঠে রং থাকতে পারে, কিন্তু সেই কণ্ঠকে ভালোবাসার জন্য মানুষের হৃদয়ে কোনও নির্দিষ্ট রং থাকা জরুরি নয়। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, জিয়াগঞ্জ, তথা মুর্শিদাবাদের ছেলে, ভারতের রক্ত -- রং দে তু মোহে গেরুয়া --না হয়ে যায়...। সৌ ও দৈনিক আজাদি।





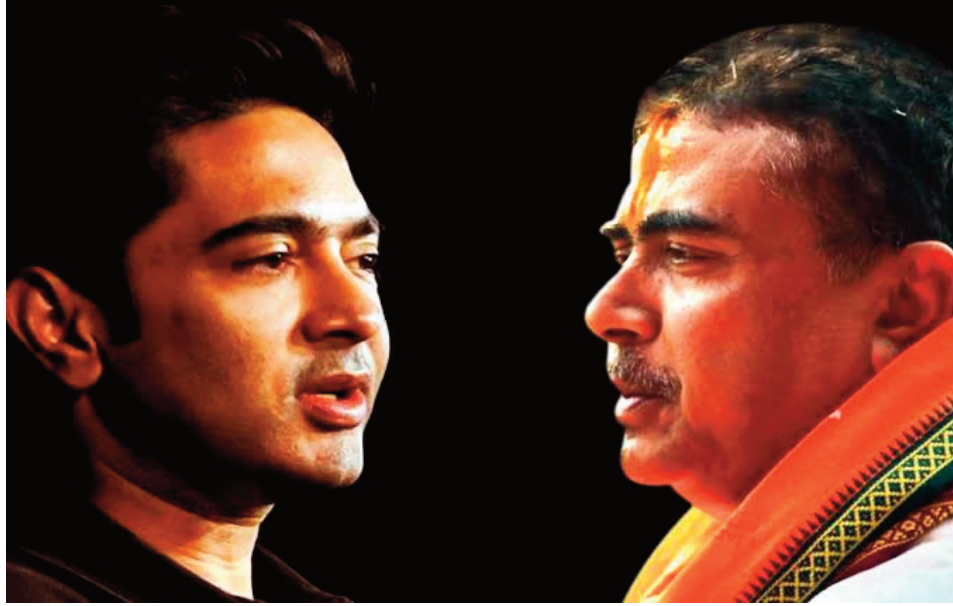
১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

‘জ্ঞানেশ কুমার গ্রেপ্তার হবেনই’, তোপ অভিষেকের

ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পুলিশের জেরার মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার সকালে শেক্সপিয়র সরণি থানার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু থানা থেকে বেরিয়েই এদিন ফের একবার বিজেপিকে কড়া আক্রমণ শানান অভিষেক। শুধু তাই নয়, নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন। অভিষেক বলেন, দণ্ডমূল্যের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে গিয়ে জ্ঞানেশ কুমার নিজেই ফ্রিজ হয়ে যাবেন। জ্ঞানেশ কুমার গ্রেপ্তার হবেনই। উনি বিজেপি সরকারের প্রাণভোমরা। তাই তাঁকে বাঁচাতে মোদি-শাহর এত তোড়জোড়। দেশের মানুষ এঁদের একসঙ্গে সকলকে বিদায় করবেন। জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত করতে হবে। তাহলেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে। এঁদের পরই নবাম্মে এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেককে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “বাবার নাম ঠিক থাকলে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে আরও একবার দাঁড়াতে বনুন। এখনও তো সাংসদ আছেন।” বাম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্যের সমাজমাধ্যমের পোস্ট কাণ্ডে আগেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সে প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, “হিন্দুত্ববাদী বলে সমগ্র হিন্দু সমাজকে অপমান করেছেন তিনি। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরসভার ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে এদিন অভিষেক বলেন, তত্ত্বমুখ্য



অভিযোগ করলেই হবে না। নোটিস না দিয়ে কোনও ডিমোলিশন হয় না, এটা কেএমসির নিজের আইনে রয়েছে। আর পুরসভা আমাকে নোটিস দেয়নি। এটা তাঁর প্রশ্ন, তসেদিন সারা ক্যামাক স্ট্রিটে পুরসভার অভিযান হয়েছিল, কটা বিলবোর্ড খোলা হয়েছে? বিজেপি সরকার ভয় পাচ্ছে দাবি করে অভিষেক বলেন, তথ্যালি তৃণমূল কংগ্রেসের বিলবোর্ড খোলা হবে? তৃণমূল কংগ্রেসের যদি কিছু না থাকে, তাহলে এত ভয় কেন

পাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে তৃণমূলের সিংল ফ্রিজ, পার্টি অফিস ভাঙা, বিলবোর্ড খোলা, দলের নেতাকর্মীদের জেলে ঢোকানোর পরও এঁদের রাতে ঘুম আসছে না কেন? জ্ঞানেশ কুমার প্রসঙ্গ এবং দেশজোড়া আন্দোলন প্রসঙ্গে অভিষেকের টিপ্পনী, “জ্ঞানেশ বিজেপির প্রাণভোমরা। ওঁকে না বাঁচালে সীমা খান্না, মনোজ আগরওয়াল থেকে সুরত গুপ্ত, সবাই একে একে ডুববেন। কারণ সারা দেশজুড়ে যে

আন্দোলন শুরু হয়েছে তা তৃণমূল বা কংগ্রেস, আম আদমি পার্টির নয়, মানুষের। এদিকে অভিষেককে নিশানা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে থামের মানুষের সামনে বনুন। কোচবিহার থেকে কলকাতার ফাঁকা রাস্তায় হেঁটে বনুন এসব কথা। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ পুলিশি নিরাপত্তা দেবে। পশ্চিমবঙ্গের কোনও বিচ্ছিন্ন গ্রামে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্য রেখে আসুন।

নিরাপত্তা চেয়ে হাই কোর্টে মত্হয়া

খোদ নিজের কেন্দ্রেই বারবার ডিম হামলার মুখে পড়েছেন মত্হয়া মৈত্র। প্রশ্নের মুখে পড়েছে সাংসদের নিরাপত্তা। ইতিমধ্যে কলকাতা হাই কোর্ট তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। আজ, বুধবার সেই মামলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে যুক্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ২ ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানি। তবে আগামিকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট মামলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে যুক্ত করতে হবে বলে নির্দেশ বিচারপতির। কৃষ্ণনগরের সাংসদ মত্হয়া মৈত্র। অভিযোগ, নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বারবার হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। কখনও তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম হামলা করা হচ্ছে। আবার কখনও গাড়িতে যাতায়াতের সময়ও হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ মমতাপন্থী এই সাংসদের। শুধু তাই নয়, অনেক সময় পুলিশের সামনেই এহেন হামলার মুখে তাঁকে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এরপরেই পুলিশের নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন মত্হয়া। তাঁর লোকসভা কেন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে তাঁকে যাতে পুলিশের নিরাপত্তা দেওয়া হয়, সেই আবেদন জানানো হয়। যদিও এই মামলায় আগেই মত্হয়া মৈত্রকে পুলিশের নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। কিন্তু এরপরেও তাঁর উপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এহেন পরিস্থিতিতে সর্বক্ষণের পুলিশের নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কালীঘাটপন্থী। সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের বক্তব্য জানতে চান বিচারপতি। কী কী নিয়ম মেনে একজন সাংসদকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, সেই সংক্রান্ত তথ্যও তলব করে হাই কোর্ট। আজ, বুধবার সেই রিপোর্ট জমা পড়ে। শুধু তাই নয়, এই বিষয়ে রাজ্যের আইনজীবী আদালতকে জানান, মত্হয়া মৈত্র বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ম মেনেই নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। এমনকী ইয়েলো বুক মেনেই এজ্ঞা কাটাগিরির নিরাপত্তাও দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় রাজ্য। যদিও মত্হয়া মৈত্রের আইনজীবীর দাবি, একজন পিসএসও থাকলেও, তিনি সর্বক্ষণ থাকেন না। বারবার হামলার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই কারণেই অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবেদন মত্হয়া মৈত্র জানিয়েছেন বলে দাবি তাঁর আইনজীবীর। এমনকী নিরাপত্তার বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানাতে পারবে বলেও দাবি করা হয়। এরপরেই মত্হয়ার নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে যুক্ত করার নির্দেশ হাই কোর্টের।

রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি!

পুরভোটের আগে রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি। এবার হাত ধরলেন মমতা তৃণমূলের দুই প্রাক্তন মেয়র পারিষদ। বুধবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন কলকাতার পুরনো ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরজানা চৌধুরী এবং ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বরো চেয়ারম্যান সঞ্চিতা মণ্ডল। বুধবার হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের দফতরে বুধবার ফরজানা ও সঞ্চিতার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। উপস্থিত ছিলেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি মানস সরকার দেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক, সুমন রায়চৌধুরী-সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মধ্য কলকাতার রাজনীতিতে বেশ ভালোরকম প্রভাব রয়েছে এই দুই নেত্রীরই। শিয়ালদহ থেকে বালিগঞ্জ জেলারকম জনসমর্থন রয়েছে তাঁদের। একটা সময় ফরজানা সিপিআই নেত্রী ছিলেন। ২০২০ সালের পুরভোটে তিনি বামেরদের টিকিটেই জয়ী হন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। সঞ্চিতা মণ্ডল বরো চেয়ারম্যান ছিলেন। এই দুই নেত্রী হাত শিবিরে যোগ দেওয়ায় পুরভোটের আগে কংগ্রেসের শক্তি বেশ খানিকটা বেড়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা সামলাতে চতুর্থী থেকেই শহরে ১২ হাজার পুলিশ

চতুর্থীতেই উৎসবের আমেজে তিলোত্তমা। প্যাভেলমুখী পূজোপ্ৰেমীদের ভিড়। শহরের রাস্তায় যে ভিড় সামাল দেওয়া কঠিন হবে, সেই আঁচ পাওয়া যাচ্ছে বোধনের আগেই। আর তা সামাল দিতে আজ, বুধবার থেকে রাস্তায় থাকছে লালবাজার। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা সামলাতে রাস্তায় নামল ১২ হাজার পুলিশ ও ২০ হাজার অস্থায়ী হোমগার্ড। এছাড়াও ট্রাফিক ব্যবস্থা সামলাতে রাষ্ট্র স্তায় থাকছে ৬ হাজার ট্রাফিক পুলিশ ও ৬ হাজার ট্রাফিকের জন্য নিযুক্ত অস্থায়ী হোমগার্ড। মঙ্গলবার ট্রাফিক গার্ডের ওসি ও ট্রাফিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন লালবাজারের পুলিশকর্তারা। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে যান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ট্রাফিক সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে বাইপাস-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে নজরদারি চালায় হেলমেট বিহীন বাইক আরোহী, বাইকে ট্রিপল রাইডিংয়ের ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে শহর এবং শহরতলিতে তীর যানজট হচ্ছে বলে অভিযোগ সামনে আসে। মঙ্গলবারই এই বিষয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানান, বাইরে থেকেও অনেক মানুষ পুজোয় আসেন। তাঁরা রাস্তা পারাপার করেন। যদি শৃঙ্খলা না থাকে, গাড়ি ও লোক একসঙ্গে রাস্তায় চলতে থাকে, তবে তা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। পুজোর শুরুতেই রাস্তায় যা ভিড় বেড়েছে তাতে অফিসের ব্যস্ত সময়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি হতে হচ্ছে। তাই রাস্তায় যানজট থাকছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি তা কেটে যাবে বলে আশ্বাস পুলিশ কমিশনারের। এদিকে,



শুধু রাস্তাই নয়, চাপ বাড়ছে মা ফ্লাইওভারের উপরও। এই ব্যাপারে পুলিশ কমিশনার জানান, একদিকে নিউ টাউনের ট্রাফিক, অন্যদিকে কলকাতার ট্রাফিক পুরো চাপ এসে পড়ে মা ফ্লাইওভারের উপর। ফ্লাইওভারে যানজট এড়াতে এখন কোনও কারণে গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে সেটি মাঝখানে নিয়ে এসে ছোট ফ্রেন দিয়ে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ট্রাফিক সংক্রান্ত যা সমস্যা রয়েছে, তা কলকাতা পুলিশ মোটানোর চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা চলছে। লালবাজারের সূত্র জানিয়েছে, শহরের অনেক বড় মণ্ডপে ভিড় জমে উঠেছে। বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসছেন। তার উপর পুজোর

বাজার একেবারে শেষ মুহূর্তে। তাই দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট সংলগ্ন এলাকা, মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট ও ধর্মতলা, উত্তর কলকাতার হাতিবাগান, শ্যামবাজারে রয়েছে পুজোর বাজার করতে আসা মানুষের ভিড়। এ ছাড়াও যাদবপুর, কসবা, পার্ক সার্কাস, উত্তরের শপিং মলগুলির আশপাশেও ভিড় জমে উঠেছে মানুষের। তার উপর বিকেলের পর থেকে অফিসটাইমের যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। সব মিলিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক ধীরগতিতে চললেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ময়দানে ট্রাফিকের আধিকারিকরা রয়েছেন বলেই জানাচ্ছে লালবাজার।



সম্পাদকীয়

১৪ অক্টোবর ২০২৬ ১১ মঙ্গলবার

কোন পথে সিজিপি-র

আন্দোলন?

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত। আন্দোলনকারীদের আটক, বিক্ষোভের অনুমতি না দেওয়া এবং ট্রেন বাতিলের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে ‘জরুরি অবস্থা’র মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে বলে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল ককরোচ জনতা পার্টি। রবিবার সিজিপি-র নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দিল্লিতে আন্দোলন থামছে না। বরং আগামী দিনে দেশের অন্যান্য অংশেও এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সিজিপি নেতা সৌরভ দাসের অভিযোগ, সরকার নিজের দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট জায়গায় বিক্ষোভ করতে চাওয়া আন্দোলনকারীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ না করে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারত প্রশাসন। সৌরভের কথায়, তওরা আমাদের বেআইনি ভাবে আটক করেছিল। এক বছরের জন্য শাস্তিভঙ্গ করা যাবে না বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে। শাস্তিভঙ্গ করেছে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং জ্ঞানেশ কুমার। দ আন্দোলন আরও বিস্তৃত করার ইচ্ছায় আরও দিয়েছেন তিনি। সৌরভ বলেন, বিক্ষোভ চলবে। শুধু দিল্লিতে নয়, গোটা দেশেই আন্দোলন হবে। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন সিজিপি নেতা অভিজিৎ দীপকেও। তাঁর দাবি, বিক্ষোভে অংশ না নেওয়ার কোনও মুচলেকায় তিনি সেই করেননি। ফলে আন্দোলন বন্ধ রাখার প্রশ্ন নেই। সমাজমাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে অভিজিৎ লেখেন, তামরা প্রতিবাদ করব না, এমন কোনও বন্ডে সেই করিনি। আমরা আবার রাস্তায় নামব। সিজিপি-র অভিযোগ, দিল্লিতে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের সময় প্রশাসন আন্দোলনকারীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং নেতাদের আটক করে। সেই পদক্ষেপের পরেও আন্দোলন থেকে সরে আসার কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন সিজিপি নেতারা। শুনানিতে উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বিচারপতি ভি মোহনা বলেন, আপনারা যদি সত্যিই জনকল্যাণে আগ্রহী হন, তা হলে আপনাদের শাস্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার এবং অন্য কাউকে উস্কানি না দেওয়ার অঙ্গীকার করা উচিত। আটকের ঘটনা নিয়ে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সিজিপি নেতা আশুতোষ রন্ধা ও সৌরভ দাস। সাংবাদিক বৈঠকে আশুতোষের দাবি, ব্রিটান থেকে আমাদের অপহরণ করা হয়েছিল। দ সৌরভের অভিযোগ, আটকের সময় পুলিশ কোনও আনুষ্ঠানিক নোটিস দেয়নি। তাঁদের মোবাইল ফোনও নিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে দেশে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সিজিপি-র অভিযোগের বিপরীতে আন্দোলনের অনুমতি না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার নেহা যাদবের দাবি, জনপথে অবস্থান-বিক্ষোভের অনুমতি চাইলেও তারা পূর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম ও শর্ত মেনে চলেনি। নেহার অভিযোগ, অতীতে সিজিপি-র ডাকা একটি বিক্ষোভে ব্যাপক পাথর ছোড়া, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তাতে সরকারি সম্পত্তিরও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় বলে দাবি করেছেন তিনি। পূর্ববর্তী ঘটনায় নিয়ম না মানা, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ না করা এবং তৎকালীন নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই জনপথে নতুন বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে পুলিশের বক্তব্য।



গান্ধী : গ্রহণে, বর্জনে

সুদিত্ত দাস

প্রতি বছর ২ অক্টোবর এলেই যেন এদেশে ‘মহাত্মা’ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে স্মরণ করার হিড়িক পড়ে। অফুরন্ত প্রার্থনাসভা, সরকারি অনুষ্ঠান, মূর্তি-চিত্র-স্মৃতিসৌধে মাল্যদান, মন্ত্রী-সান্নিধ্য আর রাজনৈতিক কর্তা-ব্যক্তিদের উদাত্ত ভাষণ, একাডেমিক বক্তৃতা, বই প্রকাশ, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি; বিস্তারিত আয়োজন দেখা যায় চারপাশে! স্বাধীনতা-উত্তর ভারত রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তিনি ‘জাতির জনক’; ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঐক্যবদ্ধ মুক্তি-সংগ্রামের এমন এক অবিসংবাদী নেতা, যার অহিংস প্রতিরোধের কৌশল পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রশংসা ও অনুসরণের জন্ম দিয়েছিল। বিগত সাত-আট দশকে, তাঁর প্রতিকৃতি ভারতবর্ষের দৈনন্দিন দৃশ্যমানতার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া, ২ অক্টোবর এখন শুধু ‘গান্ধী জয়ন্তী’ বা জাতীয় ছুটির দিন নয়, ২০০৭ সাল থেকে এই দিনটি রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে পালিত আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবসও। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বোধ ও বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলেও গান্ধী হয়ে উঠেছেন অহিংস প্রতিরোধের এক অবিসংবাদী ‘আইকন’ বস্তুত, ‘জাতি’ হিসেবে আমরা স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে পেরেছিলাম মূলত তাঁর কারণেই; এমনটাই মনে করা হয়। আবার, প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিপরীতে, আমাদের দেশের ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা যে গর্ব করতে পারতাম; এর নেপথ্যেও তাঁর ভূমিকা ছিল বলে স্বীকার করা হত। কিন্তু এখানেই ইতিহাসের এক অদ্ভুত পরিহাস। তিনি যত বেশি স্মরণীয়, তাঁকে নিয়ে সমালোচনাও ঠিক ততটাই স্থায়ী। তিনি একই সঙ্গে পূজিত ও প্রত্যাখ্যাত, রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত এবং প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক মতাদর্শের কাছে তীব্রভাবে প্রশ্নবদ্ধ, সর্বজনীন ‘প্রতীক’ রূপে পরিবেশিত এবং বিভিন্ন যুগ ও প্রেক্ষিতে বারবার পুনর্নির্মিতও। তাঁকে কেউ জাতির নৈতিক বিবেক হিসেবে দেখেছেন; কেউ বা দেখেছেন ঔপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে, আবার কেউ তাঁর জাতপাত, ধর্মবোধ, শ্রেণিচেতনা, অর্থনৈতিক ভাবনা কিংবা রাজনৈতিক কৌশলের সমালোচনা করেছেন আগাগোড়া। এই চিরায়ত দ্বন্দ্বিকতাই বোধহয় গান্ধীর বিপুল ব্যক্তিত্বের পূজি। গান্ধীর জীবনকাল; ১৮৬৯ থেকে ১৯৪৮; রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ; তাঁর অবস্থান যেন দুই শতাব্দীর মধ্যখানে দাঁড়ানো এক অক্ষয় বটের মতো! যদিও এই সময়কালের ভিতর গান্ধীর জীবন ফুরোয় না। প্রথাসিদ্ধভাবে তাঁর একটি ‘জীবনী’ অবশ্যই আছে, তবে, একই সঙ্গে, রয়েছে একাধিক উত্তরজীবনও! যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর হত্যার পরে; স্মৃতিতে, রাষ্ট্রীয় প্রতীকে, রাজনৈতিক ভাষায়, সামাজিক আন্দোলনে, সর্বোপরি, বিরোধিতায় ও পুনর্ব্যাখ্যায়। এই অর্থে গান্ধী, ইতিহাসে স্থির হয়ে থাকা কোনও মূর্তি নন। তিনি বরং এক চলমান ঐতিহাসিক বিতর্ক ‘মহাত্মা’ কিন্তু কোনও জন্মগত পরিচয় ছিল না; ছিল না নিছক

একটি সরকারি অভিধা। ‘মহাত্মা’ হয়ে ওঠা ছিল একটি জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। গান্ধীর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও নৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্মিত হয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে; দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের মুখোমুখি হওয়া, সত্যগ্রহের বিকাশ, ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ, পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন, চরকা ও স্বদেশি প্রচার, গ্রামসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ও শহুরে জাতীয়তাবাদকে বৃহত্তর গণ-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয়-নৈতিক ব্যবহারকে রাজনৈতিক ভাষ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া; সমস্তটার ভিতর দিয়েই ঘটেছিল ‘মহাত্মা’ রূপে তাঁর নির্মাণ। গান্ধী ক্রমাগত নিজেকে ভাঙার মধ্য দিয়ে গড়েছেন। শুনতে ও শিখতে পারার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা, এবং বিপরীত প্রমাণের মুখোমুখি হলে নিজের মত পরিবর্তন করার মানসিক প্রস্তুতি, তাঁকে তাঁর সময়ের অন্যান্য রাজনীতিকদের থেকে; এমনকী, আমাদের সময়ের রাজনীতিকদের থেকেও; স্পষ্টভাবে পৃথক করে। তিনি ক্রমাগত নিজের পূর্বধারণাগুলিকে প্রশ্ন করতেন এবং একই সঙ্গে তাঁর সহকর্মী ও সমালোচকদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মতবিনিময়ও করতেন। তাঁর সুবিশাল রচনাবলি এর জ্বলজ্বালন্ত দৃষ্টান্ত! লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি তাঁর একসময়ের রক্ষণশীল পূর্বধারণা পরিত্যাগ করে তুলনামূলকভাবে অধিক সাম্যবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে যে বর্ণবাদী মানসিকতার শিকড় রয়েছে, তা স্বাভাবিকভাবে গান্ধীর মনের ভিতরেও জাল বিস্তার করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর অবস্থানের শেষ পর্যায়ে এসে গান্ধী তাঁর বর্ণবাদী অবস্থান থেকে বর্ণবাদ-বিরোধী অবস্থানে পৌঁছেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর চিন্তার আরও বিবর্তন ঘটে। জীবনের শেষ কয়েক দশকে তিনি নীতিগত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণবাদের বিরোধিতা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় গান্ধী ভারতীয়দের সংগ্রামকে আফ্রিকানদের নিজস্ব সংগ্রাম থেকে পৃথক করে দেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অবস্থানটিও পরিবর্তিত হয়েছিল। যুবকালে জাতপাতের ঘৃণা রূপটিকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, ভারতে দলিতদের প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হত, তা দেখে গভীরভাবে বিচলিত হতে শুরু করেন। এরপর, বিশ শতকের দুইয়ের দশকে অসাধারণ সমাজ-সংস্কারক নারায়ণ গুরুর অনুগামীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এবং সর্বোপরি, তিনের দশকে দলিতদের মহান মুক্তিদূত বি. আর. আম্বেদকরের দ্বারা প্ররোচিত ও চ্যালেঞ্জিত হয়ে গান্ধী জাতপাত সম্পর্কে আরও র্যাডিকাল অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের অগ্রগতির পথে সেটি একটি বড় বাধা। একই কথা খাটে, নারীদের সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর মত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও। চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার নিগড়ে আবদ্ধ গান্ধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের

প্রকাশ্য অংশগ্রহণ কিংবা জনপরিসরে নারী-পুরুষের সমান উপস্থিতিকে সমর্থন করেননি শুরুতে। সেই তিনিই আবার, নানাজনের সান্নিধ্যে ও নানা পরিস্থিতির চাক্ষুষ শিক্ষায় এমন গতানুগতিক মনোভাব বদলে ফেলে, দলে দলে নারীদের কারাবরণে উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এছাড়া আরও নানা ক্ষেত্রে তাঁর মত পরিমার্জিত হয়েছে। তিনি ক্রমাগত শিখেছেন এবং নিজেকে পরিবর্তিত করেছেন। সূত্রসংগ্রহ, দৈবত্ব ও ঝিকারের মাঝামাঝি কোনও স্থান থেকে তাঁর লেখাপত্র খুঁটিয়ে পড়লে আমাদের পক্ষে এটা অনুধাবন করা নিতান্তই কঠিন হবে না যে, গ্রহণ ও বর্জনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাঁর নিজের ভিতরেও চলেছিল অনবরত, আজীবন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত সাদৃশ্য। কখনও তিনি নিজেকে ‘সন্ত’ বা অত্যুচ্চ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেননি; বরং ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝঞ্ঝা পায় হয়ে, নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে ভুল শুধরে নিতে অগ্রসর হয়েছেন। গান্ধীর সমকালে তাঁর সমালোচকদের কোনও কমতি ছিল না। বাম ও সমাজবাদী নেতৃত্ব, জিমা ও মুসলিম লিগ, বি. আর. আম্বেদকর, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠন; প্রত্যেকেই নিজের মতো করে গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতি, সমাজনীতি, অর্থনৈতিক চিন্তা, জাতপাত সম্পর্কে অবস্থান কিংবা অহিংসার কৌশল নিয়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। অর্থাৎ, গান্ধীর বিতর্কিত হয়ে ওঠা তাঁর জীবৎকালেই। বলাই বাহুল্য, সেসব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তা নিয়ে অনুপূঙ্খ চর্চা যথেষ্টই হয়েছে, যা এই স্বল্প পরিসরে কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব। স্বভাবতই, আমাদের কারবার গান্ধী-উত্তর ভারতবর্ষে গান্ধীর গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ইতিহাস নিয়ে। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, সেইসব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানও আসলে গান্ধীর ঐতিহাসিক উপস্থিতির একরকম ‘স্বীকৃতি’। স্বাধীন ভারতে গান্ধীর মতবাদ সম্পর্কে প্রথম যে প্রত্যাখ্যানটির আমাদের সামনে আসে, সেটি ছিল ভেরিয়ার এলউইনের আত্মজীবনী,। এলউইন ছিলেন এক ব্রিটিশ বিশপের পুত্র এবং পরবর্তীকালে মধ্য ভারতের আদিবাসীদের পরম সুহৃদ ও অন্যতম প্রধান নৃতাত্ত্বিক গবেষক। গান্ধী তাঁকে ভালভাবেই চিনতেন এবং একসময় এলউইন নিজেকে তাঁর শিষ্য বলেও মনে করতেন। পরবর্তী জীবনে মহাত্মার নৈতিক সাহস এবং ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও এলউইন গান্ধীর দুটি অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমত, মদ্যপান নিষেধের পক্ষে গান্ধীর প্রচারকে তিনি আদিবাসী সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। কারণ সেখানে ঘরে তৈরি মদ ছিল একই সঙ্গে পুষ্টির একটি উৎস এবং আর্থিক স্বাবলম্বন এবং নৃত্য ও সংগীতের সহায়ক। দ্বিতীয়ত, গান্ধীর ব্রহ্মচর্যের মহিমাকীর্তনকেও তিনি ক্ষতিকর ও অপ্রাসঙ্গিক। গত শতকের সাত ও আটের দশকে, গান্ধীবাদী আদর্শের প্রতি দ্বিতীয় প্রত্যাখ্যানটি ধ্যেয়ে আসে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের দিক থেকে। অবশ্য এর

একটি সূত্র গান্ধীর সমসাময়িক বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রজনী পাম দত্তের নিহিত ছিল। যাই হোক, তাঁদের সমালোচনার তুলনায় এলউইনের বক্তব্য ছিল নিতান্তই মৃদু; এমনকী, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তও। এই পণ্ডিতদের অনেকেই তখন নকশালপন্থীদের সঙ্গে নিজের সংযুক্ত করে দেখেছিলেন। মাও-অনুপ্রাণিত এই বিদ্রোহীরা যেখানে গান্ধীর মূর্তি পেত, সেখানোই তার শিরশ্ছেদ করত। এমন বইও লেখা হয়েছিল যেখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, গান্ধী একই সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল, গান্ধীর অহিংসা আসলে একটি কৌশল; যার মাধ্যমে জনগণকে বিপ্লবী পথ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল। গান্ধীকে নিয়ে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মৌলিক গুলদন্ড থেকে গিয়েছিল। তাঁরা এই বিষয়টিকে গুরুত্বই দেননি যে, গান্ধীর অহিংসার প্রতি আনুগত্যের উৎস ছিল মানুষের প্রাণ নেওয়ার প্রতি তাঁর গভীর অনীহা। অন্তত মাও যে অর্থে চিনা প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি সান ইয়াত-সেনকে শর্তসাপেক্ষে প্রশংসা করেছিলেন, গান্ধীকেও সেই অর্থে কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল তাঁদের। মাওয়ের মতে, সান ইয়াত-সেন একটি প্রাথমিক জাতীয় চেতনার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন, যার ওপর পরে একটি উন্নততর সমাজতান্ত্রিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সচেতনভাবে না হলেও, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন কী সেরকমই কিছু করেনি? গান্ধী, গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদীদের মধ্যকার আশ্রয়গত সংঘাত ও বিতর্কগুলি ব্যক্তিগত ও বৌদ্ধিক; উভয় দিক থেকেই আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু এখন, একশতকের এই তৃতীয় দশকে, ভারতে গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধান আক্রমণ আসছে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শিক প্রান্ত থেকে। গত দশ-বারো বছর ধরে ভারতের ক্ষমতায় রয়েছে হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থা, এবং গান্ধীর অহিংসার দর্শন ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকার তাদের কাছে বিরুদ্ধিকর ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ‘জাতির জনক’; তাঁর জন্মদিন জাতীয় ছুটির দিন এবং মৃত্যুর নোটে তাঁর মুখমণ্ডল মুদ্রিত। কিন্তু জনপরিসরের আবহে গান্ধীর প্রতি বিরূপতা ক্রমশ বেড়েছে ও বেড়েই চলেছে। ভারতে গান্ধী কেন ক্রমশ অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, তা বুঝতে হলে পঁচাত্তর বছর আগে তাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতির দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা করেন। গডসে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস; একটি গোপনীয় ধরনের আধা-সামরিক সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আরএসএস ভারতে একটি হিন্দু ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশ্বাসী ছিল এবং এখনও সেই বিশ্বাস বহন করে। সংগঠনটির নেতারা ও কর্মীরা মনে করেন, জনসংখ্যাগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তাদের ধর্মের ভারতীয় উৎসের কারণে হিন্দুরাই এই ভূখণ্ডের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী শাসক।





১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

অভাবের আবহে জ্ঞান উৎসবের রঙ

পুজোতেও নতুন
জামার অপেক্ষায়
দুরামারির তিন শিশু



নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ চারদিকে ঢাকের বাদি, আলোর রোশনাই আর নতুন পোশাক কেনার ধুম। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে ঘিরে যখন আনন্দ উৎসবের আবহ, তখন জলপাইগুড়ির দুরামারি চানাদিপার এক নিঃস্বপ্ন পরিবারের চোখে শুধুই অনিশ্চয়তা। পরিবারের কর্তা যিচুর ওড়াওঁ, তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছোট্ট সন্তানকে নিয়ে পাঁচজনের এই সংসারে প্রতিদিনের অমসংস্থানই যেখানে চরম লড়াই, সেখানে পুজোর নতুন জামা কেনা এক অলীক স্বপ্ন। ১২ ও ৬ বছরের দুই ছেলে এবং মাত্র ৩ বছরের ছোট্ট মেয়েটির চোখে অন্যদের মতো নতুন জামা পরে মগুপে যাওয়ার আকুল ইচ্ছা। কিন্তু অভাবের কঠিন বাস্তবতায় তাদের সেই স্বপ্ন থমকে গেছে। শুধু পুজোর নতুন পোশাকই নয়, সামনে ঘনিয়ে আসা কনকনে শীত নিয়েও পরিবারটির দৃশ্চিন্তা আকাশছোঁয়া। গরম পোশাকের অভাবে সন্তানদের একমাত্র সম্বল স্কুলের ইউনিফর্ম। রাত বাড়লে আগুন জালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করতে হয় এই অসহায় পরিবারকে স্থানীয় বাসিন্দা ঠাঙা আলম জানান, এর আগে এলাকার অনেক সহৃদয় মানুষ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে পোশাক ও শীতবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তবে এবার সেখানকার সাধারণ মানুষের নিজস্ব আর্থিক টানাটানির কারণে কেউ তেমন সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারেননি। ফলে দুর্গাপুজো ও আসন্ন শীত; দুইয়ের মাঝেই এক অন্ধকার পরিস্থিতির মুখোমুখি এই পরিবারটি উৎসবের এই ঝলমলে দিনে বৈপরীত্যের এমন ছবি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আনন্দের আলো সবার ঘরে সমানভাবে পৌঁছায় না। যিচুর ওড়াওঁয়ের তিন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে এখন শুধুই কোনো সহৃদয় ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা সমাজসেবীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আকুল আবেদন জানানো হচ্ছে। পুজোর সামান্য আনন্দ আর শীতের পোশাকটুকু পেলে হয়তো এই নিঃস্বপ্ন পরিবারের সন্তানদের মুখে ফুটে উঠবে একটুকরো সুখে র হাসি, আর অপূর্ণ স্বপ্নের মাঝে আলো জ্বলে উঠবে।

উৎসবের মরশুমে ইসলামপুর পুলিশের বড় সাফল্য

নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ দুর্গাপুজার আনন্দমুখর আবহেই সাইবার প্রতারণার বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল ইসলামপুর পুলিশ জেলা। সাইবার ক্রাইম থানার তৎপরতায় অনলাইন প্রতারণার প্রায় ১ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট ১০ জন অভিযোগকারীকে তাঁদের খোয়ানো অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন গৌরব সিংহ, যিনি একটি অ্যাপে কাজের লোভে পড়ে ৮০ লক্ষ টাকা খুইয়েছিলেন। পুজোর মধ্যে উদ্ধার হওয়া ৩২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ফেরত পেয়ে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং বাকি অর্থ পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাকেশ সিং উদ্ধারকৃত অর্থের প্রতীকী চেক ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি, জনসাধারণকে সচেতন করতে একটি প্রচারমূলক ট্যাবলো এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে পুজোর গাইড ম্যাপের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

ধানখেতে মিলল পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ, চাঞ্চল্য নাগরাকাটায়

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের সুকানি বস্তি এলাকায় ধানখেতে থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সকালে রামকৃষ্ণ স্কুলের পিছনের একটি ধানখেতে প্রকাণ্ড এই বুনো হাতিটিকে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় ঘটনাস্থলে প্রচুর উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে জঙ্গল থেকে লোকালয় সংলগ্ন ওই ধানখেতে চলে এসেছিল হাতিটি। কিন্তু সকালে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাতিটির এমন আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে স্থানীয়দের মনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। খবর পেয়েই দ্রুত বন



দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং এলাকা ঘিরে রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ধানখেতে পরপর হাতির মৃত্যুর ঘটনায় নাগরাকাটা ও সংলগ্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। তবে হাতিটির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নাকি এর

পেছনে অন্য কোনো অস্বাভাবিক কারণ বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঘটনা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন বন আধিকারিকেরা। বন দফতর জানিয়েছে, হাতির মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট হাতে আসার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

দেড় লক্ষ চায়ের কাপে সেজে উঠছে ইসলামপুরের ক্লাব

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ সাধারণ চায়ের কাপকে অসাধারণ শিল্পকর্মে রূপ দিয়ে দুর্গাপুজোর মগুপ সাজানোর এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ইসলামপুরের নিউ টাউন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজক 'অভিযাত্রী ক্লাব'। পুজোর ৬৭তম বর্ষে দর্শনার্থীদের চমক দিতে তাদের এবারের বিশেষ থিম 'কাপের ক্যানভাস'। প্রায় দেড় লক্ষ চায়ের কাপের চমৎকার সমন্বয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে এই ব্যতিক্রমী ও নান্দনিক মগুপটি। পুজো উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেটে তৈরি হচ্ছে মগুপের পুরো পরিকাঠামো। তবে এই আয়োজনের আসল বিশেষত্ব শুধু কাপের সংখ্যায় নয়, বরং এর



নির্মাণশৈলীতে। বাইরের নামী শিল্পীদের ওপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ মগুপসজ্জার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় শিল্পীদের হাতে। গত প্রায় এক মাস ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে তারা চায়ের কাপ নির্দিষ্ট নকশায় সাজিয়ে মগুপের বিভিন্ন অংশ ফুটিয়ে তুলছেন মগুপ নির্মাণের কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। চিরাচরিত

মগুপসজ্জার বাইরে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত উপকরণকে শিল্পের প্রধান মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই দারুণ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। উদ্যোক্তাদের আশা, অভিনব থিমের পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের অনন্য প্রতিভাকে তুলে ধরা এই 'কাপের ক্যানভাস' এবার দুর্গাপুজোর দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

দুঃস্থদের পাশে ফরাক্কর বিধায়ক



ফরাক্কাঃ উৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে মানবিক উদ্যোগ নিলেন ফরাক্কর বিধায়ক মোতাব সেখ। উৎসবের মরশুমে অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন তিনি। বুধবার সকালে ফরাক্কা বিধানসভার বাহাদুরপুর অঞ্চলের তালায়পুর গ্রামে এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার বাসিন্দারা রাজনীতির ময়দানে আসার আগে থেকেই নীরবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন মোতাব সেখ। বিধায়ক হওয়ার পরেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তিনি। মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ানো এবং অসহায়দের সাহায্য করাকেই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি। তাঁর এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকার প্রশংসার সুর শোনা গিয়েছে। শুধু উৎসবের মরশুমে বস্ত্র বিতরণই নয়, বিভিন্ন সময়ে গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেও দেখা গিয়েছে ফরাক্কর বিধায়ককে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছেন তিনি। উৎসবের আনন্দের মাঝেই নতুন বস্ত্র হাতে পেয়ে খুশি তালায়পুর গ্রামের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষজন। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বহু মানুষ। সব মিলিয়ে, উৎসবের আনন্দকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার এই উদ্যোগ ফের একবার মানবিকতার বার্তা দিল। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর এই প্রচেষ্টায় স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রশংসা কুড়িয়েছেন ফরাক্কর বিধায়ক মোতাব সেখ।

বাঘমুণ্ডি হাইস্কুলে উদ্বোধন গ্রন্থাগারের

বাঘমুণ্ডিঃ পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও জ্ঞানচর্চার প্রসারে বাঘমুণ্ডি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল নতুন গ্রন্থাগার। শারদোৎসবের আবহে বুধবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অভিজেক পাল, সাংসদ ও বিধায়কের প্রতিনিধি মানিক মাঝি প্রমুখ।

NAYAN
নয়ন এন্টারপ্রাইজ

দুর্গাপুজার
খুশিতে দ্বিগুণ আনন্দ,
ই-রিম্মায়
৫০০০
টাকা ছাড়
অবিরত!

মাসিক
কিস্তিতে ব্যাটারি
পাওয়া যায়

Nishal EV
by
Nayan Enterprise
ELECTRIC SCOOTER MANUFACTURER

Official Number
8927549704

Mr. Gupta
8016844492

এম. কে.রোড (শান্তি ভারতী পরিষদের বিপরীতে) মালদা



১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

পরিয়ায়ী শ্রমিকদের হয়রানি রোধে এগিয়ে এলেন জঙ্গিপূরের সাংসদ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ পেটের তাগিদে ওড়িশা-সহ অন্যান্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মারাত্মক হয়রানির শিকার হচ্ছেন বাংলার পরিয়ায়ী শ্রমিকরা। পরিচয়পত্র বাংলা ভাষা লেখা থাকায় তাদের 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক, মারধর এমনকী ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠছে। কর্মস্থলে বা যাতায়াতের পথে তীব্র নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এই শ্রমিকরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন জঙ্গিপূর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ খলিলুর রহমান। শ্রমিকদের পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী, পঞ্চায়েত প্রধানের থেকে বসবাসের শংসাপত্র



(রেসিডেন্স সার্টিফিকেট) এবং প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র নিয়ে এলে সাংসদ নিজে তা যাচাই করে নিজের অফিসিয়াল লেটারপ্যাডে স্বাক্ষর ও সুপারিশ করে দিচ্ছেন, যাতে ভিন্নরাজ্যে শ্রমিকরা হয়রানি থেকে রক্ষা পান। তবে এটি সাময়িক সমাধান হওয়ায়, এর একটি স্থায়ী

রূপ চান সাংসদ। পরিয়ায়ী শ্রমিকদের জন্য সর্বভারতীয় স্তরে গৃহযোগ্য একটি নির্দিষ্ট সরকারি পরিচয়পত্রের দাবি জানিয়েছেন তিনি। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এখন কার্যকর পদক্ষেপের অপেক্ষায় ভিন্নরাজ্যে কর্মরত বাংলার সাধারণ মানুষ।

১০০ কেজি সোনার সাজে শিলিগুড়িতে মা দুর্গা, মণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা, শিলিগুড়িঃ ১০০ কেজি সোনার সাজে মা। শিলিগুড়ির সেন্ট্রাল কলোনিতে এবার দুর্গাপূজায় এক অনন্য ও ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখা গেল। ৬৪তম বর্ষে পদার্পণ করে এই পূজো কমিটি উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক অপূর্ব উপহার নিয়ে এসেছে, যেখানে প্রায় ১০০ কেজি সোনার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে দুর্গোৎসবের মায়ের মূর্তিকে। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথমবার মূর্তিতে এত বিপুল পরিমাণ সোনার অলংকার ও সাজ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঘিরেই বর্তমানে গোটা রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। মঙ্গলবার মহাভারতীয় তৃতীয়ার সন্ধ্যায় এই বিশেষ পূজো মণ্ডপের জমকালো উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ জয়ন্ত রায়। উদ্বোধনের আগেই মণ্ডপের বাইরে সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় ও দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে



সাংসদ জয়ন্ত রায় গান গেয়ে উপস্থিত ভক্ত ও দর্শকদের মুগ্ধ করেন। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকেও মানুষ এই সোনালী প্রতিমা চাক্ষুষ করতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন। দর্শকদের বিপুল সমাগম এবং নিরাপত্তার দিকটি সম্পূর্ণভাবে সুনিশ্চিত করতে পূজো কমিটি ও প্রশাসন যৌথভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। একদিকে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও দায়িত্ব

পালন করছে, অন্যদিকে গোটা মণ্ডপ চত্বরটি সিসি ক্যামেরার কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত তৎপর। ভিড় সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের নির্দেশিকা মেনে নির্দিষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ তৈরি করা হয়েছে, যাতে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা নিবিড় মায়ের দর্শন লাভ করতে পারেন।

দুরামারিতে বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় বিজেপির জয়, উল্লাসে গেরুয়া শিবির

নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ পূজোর আগেই জলপাইগুড়ির দুরামারিতে বিজেপি শিবিরে বইছে খুশির হাওয়া। শালবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুরামারি এলাকার মহিলা সংঘের নির্বাচনে বিজেপির আটজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হয়েছেন। তৃণমূল, কংগ্রেস বা সিপিএমের কোনও প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিতে না পারায় বিজেপি প্রার্থীরা একতরফা জয় পান। জয়ের খবর ছড়াতেই গেরুয়া আবির মেখে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে দুরামারি বাজারে বিজয় মিছিল করেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। জয়ী হওয়ার পর শংসাপত্র হাতে নিয়ে প্রার্থীরা



এলাকার মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। জয়ী প্রার্থী কৌশল্যা ছেত্রী রায় ও শর্মিলা রায় জানান, মহিলা সংঘকে সক্রিয় করে এলাকার প্রতিটি নারীর পাশে দাঁড়ানোই হবে তাঁদের মূল লক্ষ্য। অনেক সময় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের

সুবিধা থেকে মহিলারা বঞ্চিত হন; তাই সেই সব প্রকল্পের তথ্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আবেদন করতে সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এর পাশাপাশি মহিলাদের স্বাবলম্বী করা এবং এলাকার নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাঁদের একজোট করে যুক্ত করার কথাও জানান জয়ী প্রার্থীরা। আপাতত মহিলা সংঘের সভাপতি ও সম্পাদকসহ অন্যান্য পদের দায়িত্ব কাদের হাতে সঁপা হবে, তা দলীয় নেতৃত্বের আলোচনার পর চূড়ান্ত করা হবে। সব মিলিয়ে পূজোর মুখে এই বড় সাফল্যে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

আলিপুরদুয়ারে মেডিক্যাল কলেজের জমি জরিপে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ারঃ দমনপুরের মাঝেরডাবরী চা বাগানে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের জমি মাপজোককে কেন্দ্র করে বুধবার তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সরকারি আধিকারিকরা ৩০ একর জমির জরিপ করতে গেলে স্থানীয় চা শ্রমিকদের প্রবল বাধার মুখে পড়েন। শ্রমিকদের মারমুখী বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত কাজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যেতে বাধ্য হয় প্রতিনিধি দল। শ্রমিকদের প্রধান অভিযোগ, পূর্বেও এই বাগানের একটি বড় অংশ অধিগ্রহণ করে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট গড়ে তোলা হয়েছিল। এভাবে একের পর এক সরকারি প্রকল্পের জন্য জমি নিয়ে নিলে চা বাগানটি স্থায়িত্ব হারাতে এবং তাঁদের কর্মসংস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। জীবিকা ও চা



বাগান বাঁচানোর স্বার্থেই তাঁরা নতুন করে জমি ছাড়তে নারাজ। পরিস্থিতি সামলাতে বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকেও ঘিরে ধরে ক্ষোভ উগরে দেন শ্রমিকরা। আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে শ্রমিকরা ম্যানেজারকে সাথে নিয়ে সোজা জেলাশাসকের

কার্যালয়ে হাজির হন এবং জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। শুরুতেই শ্রমিকদের এমন কড়া অবস্থানের কারণে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের ভবিষ্যৎ ও জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কন্যাক্রাণ হত্যা-বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতা শিবির

পূরুলিয়াঃ কন্যাসন্তানের সুরক্ষা, শিক্ষা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রঘুনাথপুর ও বালদা মহকুমায় আয়োজিত হল বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচির আওতায় সচেতনতামূলক কর্মশালা।

১২ ও ১৩ অক্টোবরের এই কর্মসূচিতে লিঙ্গবৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা, কন্যাক্রাণ হত্যা এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। রঘুনাথপুর মহকুমার কর্মশালায়

উপস্থিত ছিলেন মহাকুমাশাক আকাশ দীপ। এ ছাড়াও দুই মহকুমার বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কিশোর-কিশোরীরা অংশ নেন।

AQUATIC BENGAL

Only one Water Park in Malda Town, West Bengal

আগামী 15.10.2026 হইতে 15.11.2026 পর্যন্ত

দুর্গাপূজো, কালীপূজো এবং ছঠ পূজো উপলক্ষে

মালদা ওয়াটার পার্কে

ধামাকা অফার

প্রবেশ মূল্য

3-5 বছর	5 বছরের উপর
100/- টাকা	200/- টাকা

Follow Us: www.facebook.com/aquaticbengalmalda

Shimuldhhab, Po- Dhumadighi, Malda-732128

Mobile: 9476288322, 9233178895, 9233139280, 9800048322



১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

ভুবনজেডা

নয়া জামানা

নাসিকের জলে সহস্রগুণ বেশি ক্যানসার সৃষ্টিকারী ক্রোমিয়াম

২০২৭ সালে নাসিকে মহা সমারোহে আয়োজিত হতে চলেছে কুম্ভমেলা। কিন্তু তার প্রস্তুতি চলার মাঝেই নাসিকের অম্বাড শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন নদী অববাহিকার জলে সহস্রগুণেরও বেশি ক্যানসার সৃষ্টিকারী বিষাক্ত ক্রোমিয়ামের সন্ধান মেলায় তীব্র চাপ্তা ছড়িয়েছে। এই ভয়াবহ তথ্য সামনে আসতেই দূষণকারী শিল্পসংস্থগুলির বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। অম্বাড শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন নন্দিনী নদীর জল থেকে সংগৃহীত নমুনার পরীক্ষাগার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, জলে মোট ক্রোমিয়ামের পরিমাণ লিটার প্রতি ৫০.৫ মিলিগ্রাম, যার মধ্যে ৫০.৩ মিলিগ্রামই হলো অত্যন্ত মারাত্মক বিষাক্ত হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম। ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস নির্ধারিত পানীয় জলে ক্রোমিয়ামের সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রা লিটার প্রতি মাত্র ০.০৫ মিলিগ্রাম। অর্থাৎ অনুমোদিত সীমার চেয়ে সহস্রগুণেরও বেশি বিষাক্ত ধাতু মিশে রয়েছে এই জলে। উল্লেখ্য, এই নন্দিনী নদী সরাসরি মিশেছে পবিত্র গোদাবরীতে, যেখানে কুম্ভমেলার মূল আকর্ষণ হিসেবে লাখ লাখ পুণ্যার্থী শাহি স্নানে অংশ নেবেন। স্থানীয় পরিবেশকর্মী রাজেশ পণ্ডিত এবং সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অন ডায়মস, রিভার্স অ্যান্ড পিপল সংগঠনের পরিণীতা ডাভেকর অম্বাড এলাকার একাধিক

গভীর নলকূপ থেকে হলুদ রঙের বিষাক্ত জল বেরোনের অভিযোগ পেয়ে ৩ অক্টোবর নমুনা সংগ্রহ করে একটি স্বীকৃত বেসরকারি পরীক্ষাগারে পাঠান। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হয়। কুম্ভমেলার তদারকির দায়িত্বে থাকা রাজ্যের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী পঙ্কজা মুণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করেন। এর পরই মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে সংশ্লিষ্ট দূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন পঙ্কজা মুণ্ড। মানবদেহে ক্যানসার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত এই হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়ামের প্রভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চর্মরোগ, রাসায়নিক আলসার, ফোন্স ও লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়ার মতো গুরুতর উপসর্গ দেখা দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি দু'জন মহিলার গর্ভপাতের ঘটনাও ঘটেছে। পুরসভার পর্যাপ্ত পানীয় জলের ঘাটতির কারণে এই বিষাক্ত জলেই দৈনন্দিন স্নান ও কাজকর্ম সারতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। কুম্ভমেলার আগে গোদাবরীর ঘাটগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত হওয়ার কথা থাকায় ভূগর্ভস্থ জল ও নদীর এই মারাত্মক দূষণ অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিল্লির বিক্ষোভ সামলাতে বহুমুখী কৌশল বিজেপির

ভোটের তালিকা সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগ এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে রাজধানীতে চলা বিক্ষোভের মুখে বহুমুখী কৌশল নিয়ে ময়দানে নামল বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার। একদিকে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বাদ পড়া ভোটারদের ফের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রশাসনিক উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে, অন্যদিকে রাজপথে তৈরি হওয়া অচলাবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে কংগ্রেস, রাহুল গান্ধী ও আম আদমি পার্টিকে নিশানা বানাচ্ছে শাসক শিবির। একই সঙ্গে প্রতিবাদী ছাত্র ও যুবসমাজের সঙ্গে যোগাযোগের পথও খোলা রাখা হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অন্দরে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাক্ষ ও বিবেক যোশীর তোলা আপত্তির তথ্য ও ভোটের তালিকা সংশোধনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে একটি তথ্যপঞ্জি তৈরি করছে শাসকদল। পাশাপাশি, দিল্লির অচলাবস্থার পেছনে বিরোধীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ‘অরাজকতা’ তৈরির চেষ্টা হিসেবে দাগিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় ভোটের বাদ পড়া নিয়ে বিরোধীদের আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেতৃত্ব কৌশলে অনুপ্রবেশকারী ও জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিষয়টিকে সামনে এনে পাল্টা রাজনৈতিক বয়ান তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে ভোটের অসন্তোষ কমাতে বিশটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাদ পড়া



যোগ্য ভোটারদের নাম তুলতে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে কমিশন। দিল্লিতে খসড়া তালিকা থেকে প্রায় ৪৭.৭ লক্ষ নাম বাদ পড়ার প্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, অমিল থাকা ৩৩ লক্ষ এন্ট্রির মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ সমাধান করা হয়েছে এবং কোনো বৈধ ভোটারই বাদ পড়বেন না। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেও একই ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে, রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ও যানজট এড়াতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কমিটির সুপারিশে দিল্লি পুলিশের কমিশনার অনুরাগ কুমার জন্তরমস্তরের প্রতিবাদের ছাড়পত্র প্রত্যাহার করেছেন। তার বদলে মধ্য দিল্লির রামলীলা ময়দান, উত্তর দিল্লির বুরারি ময়দান

এবং পূর্ব দিল্লির সিবিডি গ্রাউন্ডকে নতুন প্রতিবাদের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, আইন সবার জন্য সমান এবং সরকার নিয়মের পথেই হটিছে। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়ে নির্বাচন কমিশনারকে হটানো যায় না, তার জন্য সাংবিধানিক অভিশংসন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতেই রামলীলা ময়দানের মতো বড় পরিসর চিহ্নিত করা হয়েছে। অতীতের মতো প্রয়োজনে ছাত্র ও যুব নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করতেও দল প্রস্তুত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে গেরুয়া শিবির।

দিওয়ালির পর ২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনে মাশুল

আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে দেওয়া হলো ইউপিআই মারফত মোটা অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর চালুর সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এনপিআই) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে দীপাবলির পরেই এই মাশুল কার্যকর করা হবে। পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরে নির্দিষ্ট দিক্ষেপ ঘোষণা করা হবে। চলতি বছর ৮ নভেম্বর দীপাবলি। গত মাসে এনপিআই ঘোষণা করেছিল, ১৫ অক্টোবর থেকে ব্যক্তি বনাম ব্যবসায়ী (পিটিএম) লেনদেনে ২,০০০ টাকার বেশি অঙ্কের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর দিতে হবে। তবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (পিটিপি) লেনদেনে কোনও মাশুল লাগবে না। পাশাপাশি ২,০০০ টাকার নিচের কেনাকাটায় এবং যে সব ব্যবসায়ীর মাসিক ইউপিআই লেনদেন ১ লক্ষ টাকার কম, তাঁরাও এই মাশুলের আওতার বাইরে থাকবেন। সংখ্যার নিরিখে ২,০০০ টাকার ওপরের লেনদেন মোট পিটিএম লেনদেনের মাত্র ৪ শতাংশ হলেও, মূল্যের হিসেবে তা প্রায়



দুই-তৃতীয়াংশ। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, ০.৪ শতাংশ ফি-র ক্ষেত্রে লেনদেন প্রতি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত উর্ধ্বসীমা বাঁধা হয়েছে। পূঁজিবাজারের ক্ষেত্রে এই হার রাখা হয়েছে মাত্র ০.০২ শতাংশ। এ ছাড়াও রেল টিকিট, জালানি, কৃষি উপকরণ, টেলিকম বা বিদ্যুৎ বিল, বিমা এবং কর জমা দেওয়ার মতো জনপরিষেবামূলক খাতে ২,০০০ টাকার ওপর লেনদেনে শতাংশের বদলে ধার্য হয়েছে ফ্ল্যাট ৫ টাকা। সরকার এবং ব্যাঙ্কগুলি আশ্বস্ত করেছে যে এই মাশুল সাধারণ গ্রাহকদের ওপর চাপানো যাবে না। তবে খুচরো ব্যবসায়ীদের একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে এতে তাঁদের মুনাফা কমবে, যা পরোক্ষভাবে গ্রাহকদের ওপর পড়তে

পারে বা মানুষ ফের নগদ টাকার দিকে ঝুঁকতে পারে। পেমেন্ট শিল্পের ক্রমাগত খরচ বৃদ্ধির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই এই মাশুল ফেরানোর দাবি উঠছিল। সমীক্ষা অনুযায়ী, এই ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে বছরে খরচ হয় প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে নতুন নিয়মে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হতে পারে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের তুলনায় এই ০.৪ শতাংশ চার্জ অনেকটাই কম। ২০২০ সালে সরকার এই ব্যবস্থা থেকে এমডিআর তুলে নিয়েছিল। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও এই পদক্ষেপকে সমর্থন করে জানিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে দেশের ডিজিটাল লেনদেন পরিকাঠামোকে টেকসই, উদ্ভাবনী ও আধুনিক রাখতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরি।

সিজেপিকে টাকা দিচ্ছে আমেরিকানরা’, বিস্ফোরক দাবি মেরি মিলবেনের

নিট প্রপার্ফাস আন্দোলন হোক কিংবা ভোটচুরির অভিযোগে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলন। সবথানাই প্রথম সারিতে অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বে ককরোচ জনতা পার্টি। এবার তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন মার্কিন গায়িকা মেরি মিলবেন। তিনি দাবি করলেন, মোদি-বিরোধী মার্কিনরা টাকা দিচ্ছে সিজেপি। সেই আর্থিক মদতেই ভারতে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ দেননি বিখ্যাত গায়িকা। ইতিমধ্যে বিস্ফোরক অভিযোগের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা দীপকে। ভোটের তালিকায় কারচুপি এবং ‘স্বেচ্ছাচারী’ এসআইআর কার্যক্রমের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলনের মধ্যেই বিদেশি ষড়যন্ত্রের গুঞ্জন জোরালো হচ্ছে। ঠিক সেই সময় বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মেরি মিলবেন। সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের নাম না করে মার্কিন গায়িকা বলেন, আমেরিকার বেশ কিছু ব্যক্তি বিশ্বজুড়ে রক্ষণশীল নেতাদের নিশানা করছেন। সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে আমেরিকায় পড়াশোনা করা

ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাঁদের প্রভাবিত করছেন। দেশে ফেরার পরে তাঁদের মাধ্যমে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর চেষ্টায় কোটি কোটি ডলার অর্থসাহায্য করছেন। এক্স হ্যান্ডলে মেরি লিখেছেন, অবিশ্বজুড়ে এই নির্বাচিত দাতাদের একটি নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে। তারা রক্ষণশীল বিশ্ব নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানায়। সেই দেশ থেকে আমেরিকায় শিক্ষিত কোনও ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে। তাঁকে চরমপন্থী করে তোলে। এরপর সেই দেশে ফেরত পাঠায় এবং বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার জন্য অর্থায়ন করে। দ যোগ করেন, এই ধরনের ষড়যন্ত্র অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশের উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থার ওপর এগুলোর প্রভাব পড়ছে। উল্লেখ্য, আগেও মোদির পাশে দাঁড়িয়েছেন মার্কিন গায়িকা। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং দেশাঙ্ঘ্র স্বাবোধক গান পরিবেশনের সূত্রে পরিচিতি পেয়েছেন মেরি। ২০২৩ সালে আমেরিকায় মোদির সফরের সময় তিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এর আগেও একাধিক বার প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। সম্প্রতি মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের

প্রশংসা করে তাঁকে ‘ভারতীয় স্বপ্নের উজ্জ্বল প্রতীক’ বলেও উল্লেখ করেন মার্কিন গায়িকা। ফলে সিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর সাম্প্রতিক আক্রমণকে মোদি সরকারের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থনের ধারাবাহিকতা হিসাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। প্রসঙ্গত, অভিজিৎ দীপকে আমেরিকার বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর করা একটি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলার পর, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে কোটি কোটি নেটিজেন যখন তাঁকে অভূতপূর্ব সমর্থন জানান, তখনই তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এরপরেই একাধিক আন্দোলনে নামেন তিনি। মেরির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। অতীতেও অর্থের উৎস তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। এর জবাবে দীপকে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও শিক্ষাঞ্চলের মাধ্যমে পড়াশোনার খরচ চালিয়েছেন তিনি। চলতি মাসের ১০ তারিখে এক সাক্ষাৎকারে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা দাবি করেন, সংগঠনের কাজ চালাতে তিনি নিজে এবং তাঁর বন্ধুরা টাকা জোগাড় করেন।



১৪ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

৩৭ বছর বয়সে এসে চাকরি খুঁজছেন বিরাট!

বিশ্বের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারদের তালিকায় তাঁর নাম থাকবে। ৩৭ বছর বয়সে এসেও রানের খিঁদে এতটুকু কমেনি তাঁর। কিন্তু সেই বিরাট কোহলি এখন ঘোরাফেরা করছেন চাকরির বাজারে। আমজনতা একটা চাকরি জোটাতে যা যা করে থাকেন, সেরকমই পদক্ষেপ করে ফেললেন কিং কোহলিও। তাঁর এই নতুন পদক্ষেপ ঘিরে নেটদুনিয়ায় চলছে হইচই। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন বিরাট? টেস্ট এবং টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছেন বিরাট। এখন শ্রেফ ওয়ানডে খেলেন। অধিকাংশ সময়টাই পরিবারের সঙ্গে কাটান লন্ডনে। আগামী বছর বিশ্বকাপের পর হয়তো পাকাপাকিভাবে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। তারপর? কিং কোহলির ভবিষ্যৎ কী হবে? কীভাবে জীবন কাটাবেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার? চাকরির দুনিয়ায় তারকা ক্রিকেটারের পদার্পণ দেখে অনেকেই মনে করছেন, বিরাট বোধহয় ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাইছেন। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা অবশ্য বেশ ভালোমতোই করে ফেলেছেন বিরাট। ক্রিকেট কেরিয়ারের শুরু থেকেই একের পর এক বাণিজ্যিক সাফল্য এসেছে তাঁর বুলিতে। কিন্তু এবার কেবল বিজ্ঞাপন থেকে আয় নয়, ব্যবসার মালিকানা থেকেও সম্পদ বাড়াতে চান তিনি। নিজের ব্র্যান্ড ‘ওয়ানচ’-কে নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করেছেন বিরাট। এই উদ্যোগ সফল হলে আগামী পাঁচ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। চুক্তি নবীকরণের জন্য পুমার তরফ থেকে ৩০০ কোটি টাকার অফারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব বাতিল করেছিলেন বিরাট। যা নিয়ে বিস্তার আলোচনাও চলে। কারণ এত বড় অঙ্কের আর্থিক প্রস্তাব ছেড়ে দেওয়া কোনও ক্রীড়াবিদের পক্ষেই সহজ নয়। কিন্তু বিরাট ভালোবাসেন আত্মসম্মতি ভঙ্গিতে খেলতে, ঝুঁকি নিতে। তাই নিজের ব্র্যান্ডের শ্রীবৃদ্ধির বিষয়টিই বেছে নেন বিরাট। তারজন্য পুমা’কেও ‘না’ বলতে দ্বিধা করেননি। ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়াসামগ্রী



সংস্থা ‘অ্যাজলিটিস’-এ প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন বিরাট। ফলে কেবলমাত্র সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাসোসেডের নন, নতুন এই স্টার্টআপের বিনিয়োগকারী হিসাবেও যুক্ত কোহলি। ১.৯৪ শতাংশ শেয়ারও তাঁর। পরে অ্যাজলিটিস অধিগ্রহণ করে ওয়ানচ-কে। অর্থাৎ বিরাটের ব্র্যান্ড বর্তমানে রয়েছে এমন একটি সংস্থার অধীনে, যেখানে কোহলির নিজেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমজনতার কাছে বিরাটের ব্র্যান্ডের পণ্য পৌঁছেতে নতুন কৌশল নেবে অ্যাজলিটিস স্পোর্টস। আগামী পাঁচ বছরে হাজার কোটির লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন বিরাট কোহলি। এবার তিনি নেমে পড়লেন চাকরির বাজার বলে পরিচিত লিঙ্কডইনে। নতুন প্রোফাইল খুলে ফেলেছেন তিনি। কেন চাকরির প্র্যাটফর্মে যোগ দিলেন, তার কারণও বর্ণনা করেছেন বিরাট। জানিয়েছেন, ভারত এখন শ্রেফ খেলায় অংশগ্রহণ করে না। গোটা বিশ্বে ক্রীড়া সংস্কৃতি তৈরির ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। অর্থাৎ সারাবিশ্বে জনপ্রিয় হবে এমন ব্র্যান্ডের জন্ম ভারতে হতেও পারে। অ্যাডিডাস, পুমা,

নাইকির পর্যায়ে একদিন পৌঁছে যাবে বিরাটের অ্যাজলিটিস, এমনটাই আশা কিং কোহলির। লিঙ্কডইনে নিজের প্রথম পোস্টে বিরাট লিখেছেন, এই ব্র্যান্ডের মাধ্যমে তিনি এমন কিছু তৈরি করতে চান যা তাঁর জীবনের পরেও স্বমহিমায় এগিয়ে যাবে। নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে যা শিখেছেন, সেই স্ট্র্যাটেজিই কাজে লাগাবেন ব্যবসার দুনিয়ায়। প্রচলিত ধারণার থেকে অন্যভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ব্যবসা। তবে সাফল্য নির্ভর করবে সংস্থার ব্যবসায়িক দক্ষতার উপর। টেনিস তারকা রজার ফেডেরার ২০১৯ সালে সুইজারল্যান্ডের ক্রীড়াসামগ্রী সংস্থা ‘অন’-এ অংশীদারিত্ব নেন। ২০২১ সালে সংস্থাটি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পরে তার মূল্য বেড়ে যায়। খেলোয়াড়দের জনপ্রিয়তা ব্যবসার মালিকানার সঙ্গে মিশে গেলে দীর্ঘমেয়াদে বড় আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি হয়। অ্যাজলিটিস এখনও অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্থা। প্রতিযোগিতামূলক হবে এমন ব্র্যান্ডের জন্ম ভারতে হতেও পারে। অ্যাডিডাস, পুমা,

খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামছে হরমনপ্রীতরা

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল হিসেবে ঘরের মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। ২০১১ সালে শুরু হওয়া এই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত রেকর্ড পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। উদ্বোধনী আসরে রুদ্রশাস শুট-আউটে জয় থেকে শুরু করে ২০২৪ সালে চিনের মাটিতে খেতাব ধরে রাখা; প্রতিযোগিতার প্রতিটি অধ্যায়েই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। চলতি মাসের সাতাশে অক্টোবর থেকে পঞ্জাবের জলন্ধর এবং মোহালিতে শুরু হতে চলেছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরবর্তী আসর, যা চলবে আগামী পাঁচই নভেম্বর পর্যন্ত। চিনের অর্ডোস শহরে অনুষ্ঠিত ২০১১ সালের প্রথম আসরে অংশ নিয়েছিল ছয়টি দেশ; ভারত, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান। ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের খেলা



গোলশূন্য থাকার পর পেনাল্টি শুট-আউটে চার-দুই ব্যবধানে জিতে প্রথমবার ট্রফি ঘরে তোলে ভারত। এর পর ২০১৬ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ানতানে অনুষ্ঠিত আসরে ফের পাকিস্তানের মুখোমুখি হয় দল। রুপিঙ্গর পাল সিং, আফফান ইউসুফ এবং নিক্কিন থিম্মাইয়ার গোলে ফাইনালে পাকিস্তানকে তিন-দুই ব্যবধানে হারিয়ে নিজেদের দ্বিতীয় খেতাব জেতে ভারত। ২০১৮ সালে ওমানের মাসকটে ভারতের তৃতীয়

শিরোপা জয়ের মুহূর্তটি ছিল কিছুটা নাটকীয়। ভারত ও পাকিস্তান দুই দলই ফাইনালে পৌঁছলেও প্রবল বৃষ্টির কারণে ম্যাচ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্য ভারত ও পাকিস্তানকে যৌথ বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টের সফলতম দল হিসেবে এবার ঘরের মাঠে নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য ভারতীয় শিবিরের।

প্রকাশ ‘সুমো দিদি’র ট্রেলার

ভারতের প্রথম পেশাদার মহিলা সুমো পাশোয়ান হেতল দেবের অনুপ্রেরণামূলক জীবনযুদ্ধের কাহিনি এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। জি ফাইভ গ্লোবাল প্রকাশ করল বহুপ্রতীক্ষিত স্পোর্টস বায়োপিক ‘সুমো দিদি’র ট্রেলার। জয়ন্ত রোহতগির পরিচালনায় নির্মিত এই হিন্দি ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রীষ্ম ভাগনানি এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন চৈতন্য শর্মা। আগামী তেইশে অক্টোবর বিশ্বব্যাপী ওটিটি প্ল্যাটফর্মটিতে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি। একটি রক্ষণশীল মাড়োয়াড়ি পরিবারের তরুণী কীভাবে সামাজিক বাধা, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা, লিঙ্গবৈষম্য এবং নিজের জনপ্রিয়তা ব্যবসার মালিকানার সঙ্গে মিশে গেলে দীর্ঘমেয়াদে বড় আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি হয়। অ্যাজলিটিস এখনও অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্থা। প্রতিযোগিতামূলক হবে এমন ব্র্যান্ডের জন্ম ভারতে হতেও পারে। অ্যাডিডাস, পুমা,



স্টুডিওজ, ফ্রেশ লাইম ফিল্মস এবং ম্যাথ এন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্কের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি এই ছবির শুটিং হয়েছে জাপান, কলকাতা ও মুম্বইয়ের বাস্তব লোকেশনে। ছবিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনুভা ফতেহপুরিয়া, নীতেশ পাণ্ডে, রাঘব ধীর এবং মীনাল কাপুর। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলেও ইতিমধ্যে সমাদৃত হয়েছে এই ছবি। ২০২৪ সালে টোকিও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং পাম স্প্রিংস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হলেও বাণিজ্যিক

মুক্তির অপেক্ষায় ছিল এই প্রজেক্ট। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে আসছে ছবিটি। পরিচালক জয়ন্ত রোহতগির কথায়, কলকাতার সরু গলি থেকে শুরু করে জাপানের শান্ত নিসর্গ; হেতলের এই যাত্রা ব্যক্তিগত এবং আবেগঘন। সমাজ যখন কোনও দুর্বলতাকে সামনে এনে দমিয়ে রাখ তে চায়, তখন কীভাবে আত্মবিশ্বাস ও জেদ দিয়ে সেই দুর্বলতাকেই শক্তিতে পরিণত করা যায়, ‘সুমো দিদি’ সেই লড়াইয়েরই বাস্তব রূপ। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের রূপকার হেতল দেব জানিয়েছেন, সমাজ যখন কাউকে আলাদা বলে নিদ্রিষ্টি গণ্ডিতে বেঁধে রাখতে চায়, তখন নিজের স্বপ্নের প্রতি অবিচল থাকার বার্তাই দেবে এই গল্প।

বাংলাকে ভরসা জোগাচ্ছেন রাজমিস্ত্রির ছেলে সুদীপ ঘরামি

গত মরশুমে অল্পপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২৯৯ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ১৪৬। চলতি মরশুমের রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচেই দিল্লির বিরুদ্ধে অপরাাজিত ১২২ রান। শেষ তিন রঞ্জি ইনিংসে সুদীপের মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৫৬৭ রান, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের ১৪৬ রানের অনবদ্য ইনিংসও। যে কোনও ব্যাটারের জন্যই এই পরিসংখ্যান ঈর্ষণীয় হলেও, নিজের জন্য আরও কঠিন মাপকাঠি ঠিক করে রেখেছেন সাতাশ বছর বয়সি সুদীপ ঘরামি। কল্যাণীতে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শতরান হাঁকানোর পর সুদীপ জানান, তিনি

কারণও চেয়ে কম নন; মাঠে নেমে সেটাই প্রথম ইনিংসে প্রমাণ করার তাগিদ কাজ করছিল তাঁর মধ্যে। তবে নিজেকে প্রমাণের এই তাগিদ তাঁর কাছে নতুন নয়। জীবনের দীর্ঘ দুটি দশক ধরে তিনি জবাব দিয়ে আসছেন সেই সব সমালোচকদের, যাঁরা একদা তাঁর বাবাকে বিদ্রোপ করে বলতেন যে এক জন রাজমিস্ত্রির ছেলে কখনও পেশাদার ক্রিকেটার হতে পারে না। সুদীপের কথায়, ছোটবেলায় যখন তিনি ক্রিকেট খেলা শুরু করেন, তখন ব্যাট ও কিট কেনার মতো আর্থিক সামর্থ্য পরিবারের ছিল না। তাঁর বাবা সুশান্ত ঘরামি বন্ধুদের কাছ থেকে ধারদেনা করে ছেলের

জন্য ক্রিকেটের সরঞ্জাম কিনে দিতেন। লোকে বাবাকে বলত, ছেলের পেছনে অযথা অর্থ নষ্ট না করে সাধারণ পড়াশোনা করিয়ে কোনও চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে। আর্থিক অনটনের কারণে কাঁচা বাড়িতে দিন কাটাতো হতো তাঁদের। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে খেলার পর তিনি প্রথম পরিবারের জন্য একটি পাকা বাড়ি তৈরি করতে পেরেছিলেন। বাবার ক্রিকেটের প্রতি তীব্র টান থাকলেও অভাবের কারণে নিজে খেলতে পারেননি, তাই ছেলের মধ্যেই নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তিনি। ভোরবেলা ছেলেকে অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যাওয়া, দিনভর অপেক্ষা করা এবং

সন্ধ্যায় বাড়ির পেছনের মাঠে বল থোকা করে অনুশীলন করানোর মতো প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার অবদানই সুদীপের ভিত গড়ে দিয়েছিল। গত রঞ্জি মরশুমে ৫৩.৭৭ গড়ে ৭৯৭ রান করে সুদীপ ছিলেন বাংলার সর্বোচ্চ এবং প্রতিযোগিতার চতুর্থ সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। তবে সাফল্য এলেও নিজের ব্যাটিং ক্রটি সংশোধনে ফাঁক রাখেননি তিনি। ব্যাটের গ্রিপ, স্ট্যান্ড এবং বাইরের দিকে চলে যাওয়া ব্যাট লিফট শুধরে নিতে জাতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ‘টার্গেটেড প্লেয়ার্স’ দলের অংশ হিসেবে বেঙ্গালুরু সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে

দুই সপ্তাহ ধরে নিবিড় অনুশীলন করেছেন। ইরানি ট্রফিতে রান কম পেলেও সরফরাজ খানের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শ তাঁকে নতুন পথ দেখিয়েছে। সরফরাজ তাঁকে বলেছিলেন, প্রতিদিন হয়তো শুরু পাওয়া যাবে না, কিন্তু যে দিন সুযোগ আসবে সে দিন লক্ষ্য ইনিংস খেলতে হবে। দিল্লির শক্তিশালী পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রিকেট জমে গিয়ে সেই পরামর্শই নিখুঁতভাবে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। সুদীপের লক্ষ্য এখন ম্যাচ ধরে ধরে এগোনো এবং বহু বছর ধরে দলের ভরসা হয়ে থাকা অনুষ্ঠাপক মজুমদারের মতো বাংলার প্রধান ‘ক্রাইসিস ম্যান’ হয়ে ওঠা।